আকাবিরের স্মরণীয় বাণী

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه : احرص على الموت توهب لك الحياة .

01 - (শাহাদাতের) মৃত্যুর প্রতি লালায়িত হও তাহলে প্রকৃত জীবন লাভ করবে।
- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : كل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب . مجموع الفتاوى : ٨/٣٦٠

02 - যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে অথচ (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে না সে নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।
-ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.
মাজমূউল ফাতাওয়া : 8/360

قَالَ ابنُ القيِّم - رَحِمَهُ اللَّه : « لا شَيء أفسَدُ لِلعَمَلِ الصَّالِحِ منَ العُجبِ ورُؤيَة النَّفسِ ».
[الفَوَائِد || ١ / ١٥٢]
*
03- নেক আমল নষ্ট করার জন্য আত্মতুষ্টি এবং 'নিজের প্রতি নজর' অপেক্ষা বড় কিছু নেই।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
আল ফাওয়ায়েদ : 1/152
*
علامہ انور شاہ کشمیری رح کہا کرتے تھے : مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف دو پیالے کشمیری چائے کی، دو بسکٹ، ایک گھوڑے اور ایک نیزے .
از تالیف مناظر احسن گیلانی رح
*
04 - আমি আর কিছুই চাই না, শুধু কাশ্মীরি দু' কাপ চা, দুটি বিস্কিট, একটি ঘোড়া এবং একটি বর্শা।
-আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.

*: قال الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره
التاريخ شاهد أن الأمة إن انشغلت عن الجهاد دب فيها القتال وسفك بعضها دم بعض ، وإن انشغلت بالجهاد حفظ الله دمها ومالها ... وأن الأمة التي تعطل الجهاد كالأمة الميتة ، لأن الله سماه حياة في قوله (دعاكم لما يحييكم) وهو الجهاد .سورة الأنفال

05- ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহ যখনই জেহাদ ছেড়ে দিয়েছে তখনই তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি, রক্তারক্তি বেড়ে গেছে। আর যখনই তারা জেহাদ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ত এবং সম্পদ দুটোই রক্ষা করেছেন।

যে জাতি জেহাদ ছেড়ে দেয় তারা যেন মৃত জাতি। কারণ, আল্লাহ তাআলা জেহাদকে জীবন বলেছেন।
(دعاكم لما يحييكم)
*- যখন তিনি তোমাদেরকে এমন আমলের দিকে আহবান করেন যা তোমাদেরকে জীবন্ত করবে। (আর তা হল, জেহাদ) সূরা আনফাল (শায়েখ আব্দুল আযীয তারীফী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)

٦ - الحمد لله بان لم تكن في ديني، كان عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة قال : الحمد لله ثلاثا، الحمدلله بان لم تكن أكبر منها، الحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها .

06 - হযরত উমর রাযি.র উপর কোন বিপদ-আপদ এলে তিনি তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। তিনি বলতেন, বিপদটি যে (আমার পার্থিব বিষয়ে এসেছে) আমার দ্বীনের মধ্যে আসেনি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। বিপদটি যে আরো বড় আকারের হয়নি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। বিপদ আসার পর যে সবর করার তৌফিক পেয়েছি তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

٧ - قال الامام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : « مَن أَحَبَّ أن يَفتَحَ اللهُ قَلبَهُ أو يُنَوِّرَهُ؛ فَعَلَيهِ بِتَركِ الكَلامِ فِيمَا لَا يَعنِيهِ، وقِلَّةِ المَعَاصِي، ويَكُونُ لَهُ خَبِيئَةٌ فِيمَا بَينَهُ وبَينَ اللهِ تَعَالَى مِن عَمَلٍ، وفِي رِوَايَةٍ : فَعَلَيهِ بالخَلوَةِ، واجتِنَابِ الَّذِينَ لَيسَ مَعَهُم إنصَافٌ ولا أدَبٌ الأكلِ، وتَركِ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، وبُغضِ أهلِ العِلمِ ».
- المَجمُوعُ شَرحُ المُهَذَّب لِلنَّوَوِيِّ : ١ / ٣١

07 - যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ যেন তার অন্তর উন্মুক্ত করে দেন এবং আলোকিত করে দেন তার উচিত, অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা এবং এমন কিছু 'গোপন আমল' করা যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার উচিত নির্জনতা অবলম্বন করা। কম আহার করা। নির্বোধ এবং এমন আলেমদের সংশ্রব বর্জন করা যাদের মাঝে ইনসাফ ও দ্বীনী আদব-লেহাজ নেই।

- ইমাম শাফেয়ী রহ.
আল মাজমূ' শরহে মুহাযযাব

٨ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : القلب إنما خلق لأجل حب الله .
مجموع الفتاوى : ١٠/١٣٤

08 - অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.
*মাজমুউল ফাতাওয়া : 10/134

٩ - قال العلامة الإمام ابن القيم* رحمه الله تعالى : من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكاره والمؤمن الحازم يثبت للعظائم ولا يتغير فؤاده ولا ينطق بالشكوى لسانه ... وتذكر : أنك ما منعت إلا لتعطى ولا ابتلاك إلا لتعافى ولا امتحنك إلا لتصفى .
[الفـوائـد : (صـ 36)]

09 - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকে* জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার ওপর* বিপদ-আপদ আসতেই থাকবে। প্রকৃত মুমিন বিপদ-আপদের সামনে দৃঢ় থাকে। তার অন্তরের দৃঢ়তায় কোনরূপ পরিবর্তন আসে না। মুখেও সে (কারো কাছে) কোন ধরনের অভিযোগ করে না।

মনে রাখবেন, আপনাকে (বিরাট কিছু) দেয়ার জন্যই (ছোট ছোট কিছু জিনিস থেকে) বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনাকে (জান্নাতের স্থায়ী) আফিয়ত-সুখ শান্তি দেওয়ার জন্য*এবং (আপনার অন্তরকে) পরিশুদ্ধ করার জন্যই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করা হচ্ছে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
আল ফাওয়ায়েদ : 36

*١٠ - قَالَ ابن حَجَرٍ رَحِمَهُ الله : صَاحَبَ الصدق مَعَ اللهِ لَا تضره الفِتَنُ والله يَجْعَلُ لأوليائه عِنْدَ اِبْتِلَائِهِمْ مَخَارِجَ . فتح الباري : ٣/٩٢
*
10 - যে ব্যক্তি (ভিতরে-বাইরে, কথায়-কাজে) আল্লাহর সঙ্গে সত্যবাদী দুনিয়ার ফিতনা তার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। ফিতনা ও পরীক্ষার সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য (সেই ফেতনা থেকে) পরিত্রাণের বহু পথ খুলে দেন।
-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.
ফাতহুল বারী শরহে বুখারী : 3/92

كان عثمان رضي الله عنه يقول : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عزوجل*.
*
11 - হযরত উসমান রাযি. বলতেন, যদি আমাদের অন্তর যথাযথ পরিশুদ্ধ হতো তাহলে আল্লাহর কালাম দ্বারা আমাদের অন্তর কখনোই তৃপ্তি লাভ করতো না।

-সীরাত উসমান বিন আফফান রাযি., আলী সাল্লাবী : 25
*
12 -* وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ .
যে সব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।- সূরা আহযাব : 35
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন 'অধিক পরিমাণে যিকির করে' বলে উদ্দেশ্য, তারা প্রত্যেক নামাযের পরে, সকালে, সন্ধ্যায়, যখন ঘুমোতে যায়, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, যখন ঘর থেকে (কোথাও) বের হয় এবং যখন ঘরে ফিরে আসে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করে।
-আল আযকার- নববী : 10

13 - কোন বান্দার জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক উপকারী এবং নাজাতের জন্য অধিক সহায়ক আর কিছু নেই।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
মাদারিজুস সালিকীন : 1/85

14 - কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হল, গুনাহ, (বিশেষত) অহংকার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এসবের কারণে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং জং ধরে যায়।

- আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ.
মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন : 1/53

15 - কেউ কোরআন শেখার পর যদি তা ভুলে যায় তাহলে নিশ্চিত এটা তার গুনাহেরই ফল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ .
তোমাদের উপর যে মসিবতই আসে তা তোমাদেরই কর্মফল।-সূরা শুরা : 30
কোরআন ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মসিবত*আর কী হতে পারে ? (ইমাম যাহহাক বিন মুযাহিম রহ.)

١٦ - كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا .

16 - সব মানুষই আসলে ঘুমিয়ে আছে। যখন মারা যায় (প্রকৃত অর্থে) তখনই তারা জেগে উঠে।
-হযরত আলী রাযি.

١٧ - *قال عبدالله بن المبارك رحمه الله : من أعظم المصائب للرجل أن يعلم* من نفسه تقصيراً ثم لا يبالي، ولا يحزن عليه . شعب الإيمان للبيهقي : ٨٦٧

17 - নিজের মাঝে কোনো ত্রুটি দেখে এর কোন পরোয়া না করা এবং চিন্তিত না হওয়া কোন ব্যক্তির জন্য বিরাট মসিবত।(হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.) শুআবুল ঈমান, বাইহাকী : 867

١٨ - قَالَ ابنُ تَيمِيَة - رَحِمَهُ اللَّه : إنَّ القَلبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ والإخلاصِ لَه لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أحلَىٰ مِن ذَلِكَ ولا أَلَذَّ ولا أَطْيَبَ . مَجمُوعُ الفتَاوَى : ١٠ / ١٨٧

18 - কোন অন্তর যখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও ইখলাসের স্বাদ পেয়ে যায় তখন তার কাছে এর চেয়ে অধিক আনন্দের ও উপভোগ্যের আর কিছুই থাকে না।(শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.)
মাজমুউল ফাতাওয়া : 10/187

١٩ - *قال* ابن القيم رحمه الله : ما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد* لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم . الفـوائـد : ٥٣

19 - পার্থিব বিপদ আপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাওহীদের (স্বীকারোক্তি) সমতুল্য অন্য কিছু নেই। তাইতো বিপদ থেকে মুক্তির দোয়ার শুরুটা তাওহীদ দিয়েই হয়।
* لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم . (لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين)
- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

আল ফাওয়ায়েদ : 53

20 - যে নিজেকে যত গোপন রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করে যেতে পারবে, আল্লাহর হুকুম মতো চলে নিজেকে যত বেশি বিলীন করে দিতে পারবে সে আল্লাহর কাছে তত বেশি মর্যাদাবান হবে।
- শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

٢١ - قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى* : يا أبا عبد الله ! بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل الحلال .
حلية الأولياء : ٢/١٨٢

21 - একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আবু আব্দুল্লাহ! অন্তর নরম হয় কীভাবে ? বললেন, হালাল খেলে।
- হিলয়াতুল আউলিয়া : 2/182
•·······•

٢٢ - قَالَ الْفُضَيل بْنُ عِيَاضٍ رحمه الله : إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً* أَكْثَرَ غَمَّهُ ، وَإِذَا أَبغَضَ عَبداً وَسَّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ .
- سير أعلام النبلاء : ٨/٤٣٢ -

22 - আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি বাড়িয়ে দেন আর যখন কাউকে ঘৃণা করেন তখন দুনিয়া তার জন্য প্রশস্ত করে দেন।
- হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ.
সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : 8/432
•·······•

٢٣ - قـــال الإمام الحافظ ابن القيم*رحمه الله تعالى :
أربعة تجلب الرزق : قيام الليل، وكثرة الإستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره .
- زاد المعاد : ٤/٣٧٨ -
23 - চারটি আমল রিযিকে প্রশস্ততা আনে। কিয়ামুল লাইল-তাহাজ্জুদের নামায। শেষ রাতের বেশি বেশি ইস্তেগফার। বেশি বেশি দান-সদকা এবং দিনের শুরুতে ও শেষে আল্লাহ তাআলার যিকির।
- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
যাদুল মা'আদ : 4/378
•·······•

24 - যারা খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করতে চায় তাদের জন্য দুটি আমল করা অবশ্য কর্তব্য। একটি হল, তাহাজ্জুদের নামাজ। দ্বিতীয়টি হল, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত।
- মাওলানা আসেম উমর হাফি .
•·······•

25 - যে আমল যত গোপনে করা হয় তাতে তত বেশি ইখলাস থাকে এবং তা তত বেশি শয়তানের ঝুঁকিমুক্ত

থাকে। এমন আমলের শক্তিও হয় বেশি। আল্লাহর কাছে তার মূল্যও অনেক বেশি।
- শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

٢٦ - جاء رجلٌ إلى الحسن البصريّ رحمه الله فقال له : إنّي أَعصي الله وأُذنب، وأرى الله يُعطيني ويَفتح كفاك أنْ : أنّي محروم من شيء؟ فقال له الحسن : هل تقوم الليل؟ فقال : لا ، فقال عليَّ من الدُّنيا، ولا أَجِدُ حَرَمَكَ اللهُ مناجاتَهُ . جواهر العلم للدينوري .

26 - একবার লোক হযরত হাসান বসরী রহ.র কাছে এসে বলল, আমি আল্লাহর হুকুম অমান্য করছি, গুনাহ করছি, তারপরও যে আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দিচ্ছেন। পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা দিচ্ছেন। নিজেকে কোন কিছুই থেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে না। (এর কারণ কী?) উত্তরে হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, তুমি কি শেষ রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে পারো? বলল, না। পারি না। তিনি বললেন, আল্লাহ যে তোমাকে তাঁর একান্ত সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন এটাই তোমার (শাস্তির) জন্য যথেষ্ট।
- জাওয়াহেরুল ইলম
•·······•

٢٧ - *قَالَ ابنُ تَيمية رَحِمه اللهِ : قِراءَةُ القُرآنِ عَلى الوجَهِ المَأمُورِ بهِ تُورِثُ القلب الإيمَان العَظِيم تزيده يَقِينًا وطُمَأنِينَةً وشِفَاءً . مجموع الفتَاوى : ٧/٢٨٣

27 - যথাযথভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে এর দ্বারা অন্তরে ঈমান, ইয়াকিন এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধিসমূহ থেকে সুস্থতা লাভ হয়।
- ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.
মাজমূউল ফাতাওয়া : 7/283
•·······•

٢٨ - * قال ابن القيِّم رحمه الله : قبيحٌ بالعبد أن يقول بلسانه : الله أكبر ؛ وقد امتلأ قلبه بغير الله . بدائع الفوائد : ٢ / ١٩٦
28 - বান্দার জন্য এটি খুবই অশোভনীয় যে, সে মুখে বলবে আল্লাহু আকবার-আল্লাহ সবচেয়ে বড় অথচ তার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর বড়ত্ব স্থান পাবে।
- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : 2/196
•·······•

29 - আমি প্রথমে নিজেকে এরপর আপনাদের সবাইকে একটি উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন এবং অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করুন। বিশেষ করে জেহাদ বিষয়ক সূরাগুলো- যেমন সূরা আনফাল, তওবা ইত্যাদি- গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করুন। এর পাশাপাশি* আযকার ও দোয়া কোন অবস্থাতেই যেন না ছুটে।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.*
•·······•

٣٠ - *لقد أوجب الله عليك موالاة المؤمن ولو أبغضك ، وأوجب عليك معاداة الكافر ولو أعطاك .
- الشيخ سليمان العلوان فك الله اسره

30 - আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি মুসলিমদেরকে ভালোবাসবেন যদিও* (কোন কারণে) তারা আপনাকে ঘৃণা করে। আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অমুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবেন যদিও তারা আপনাকে উপঢৌকন দেয়।
- শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

31 - মুত্তাকী বন্ধুর সংখ্যা বাড়ান। কারণ, কেয়ামতের দিন তারা আপনার কাজে লাগবে। (আল্লাহ তাআলা বলেন,
الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ
সব বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে একমাত্র মুত্তাকী বন্ধুরা ছাড়া।- সূরা যুখরুফ : ৬৭)
- হযরত হাসান বসরী রহ.
*
٣٢ - قال ابن الجوزي رحمه الله : إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني ، فقولوا : يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك ، ثم بكى .

32 - ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (একদিন*তার সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা যদি আমাকে জান্নাতে আপনাদের সাথে না পান তাহলে আমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে এই বলে একটু আবেদন করবেন যে, হে আল্লাহ ! আপনার অমুক বান্দা আপনার কথা বলে বলে আমাদেরকে উপদেশ দিত (তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করান যেন দুনিয়ার মতো এখানেও আমরা এক সাথে থাকতে পারি) এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

٣٣ - السعيد من اتخذه الله شهيدا . الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى

33 - সৌভাগ্যবান সে-ই যাকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করেন।
- মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

34 - আল্লাহর শপথ, আমাদের যে সব ভাই শহীদ হয়ে গেছেন তাঁরা এ সংকল্পের ওপর অবিচল ছিলেন যে, মসজিদে আকসা বিজয় করা এবং মুসলমানদের সর্বশেষ ভূমিটি কাফেরদের কবজা থেকে মুক্ত করার আগ পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত রাখবেন। তাঁদের পবিত্র রক্তের সাথে খেয়ানত হবে যদি আমরা এ সংকল্প থেকে সরে যাই।*
-শাইখ আবূ বাসীর নাসের আল উহাইশী রহ.

35 - শিশুদেরকে তাওহীদ শিখানোর ব্যাপারে কোনোরূপ অবহেলা করবেন না। এর পাশাপাশি শিরক এবং শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের* থেকে সম্পর্কহীনতার বিষয়টিও খুব ভালোভাবে শেখাবেন। হযরত জয়নুল আবেদিন আলী বিন হুসাইন রহ. যখন তাঁর বাচ্চাকে পড়াতেন তখন বলতেন, قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت
বলো, আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং তাগুতকে অস্বীকার করলাম।-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : 3518
-শাইখ আবূ মুহাম্মদ আল মাকদিসী র

الدماء، وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت، ولكننا قوم نشرب - ٣٦
. أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك

36 - তুমি যে অভাব অনটনের কথা বললে মূলত এজন্য আমরা আমাদের দেশ থেকে বের হইনি। আসলে আমরা (মুসলিমরা) এমন এক জাতি যারা (আল্লাহর জমিনে যারা আল্লাহর দুশমন তাদের) রক্ত পান করি। আর আমরা জেনেছি যে, রোমানদের রক্তের চেয়ে ভাল জাতের রক্ত আর নেই। তাই আমরা তোমাদের রক্ত পান করতে এসেছি।

-হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.
*ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান সেনাপতি মাহানকে লক্ষ্য করে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.র ঐতিহাসিক উক্তি।
-আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ

37 - আল্লাহ আমাদের সাথে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। ওদিকে বুশ আমাদেরকে পরিজিত করার হুমকি দিচ্ছে। আমরা দেখে নেবো, কার কথা সত্যি হয় ?

-আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহ.

38 - গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া নিজের হাতিয়ার থেকে দূরে থাকার কারণ আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈমানের কমতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

39 - জেহাদের পথে অবিচল থাকুন। সময় যত দীর্ঘই হোক। পথ যদিও সব দিক দিয়ে বন্ধ হয়ে যাক। কারণ, জেহাদ করা আল্লাহর হুকুম। যা তিনি আপনাকে করেছেন। আর বিজয় দেওয়াটা হলো আল্লাহর ওয়াদা। যা তিনি জেহাদের সাথে আবশ্যকীয় ভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর হুকুমকে তাঁর ওয়াদার অপেক্ষায় কিছুতেই ছাড়া যাবে না। আপনি বরং আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হন যে, আপনি তাঁর এই হুকুম পালন করে যাচ্ছেন।

. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه
তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ* করে যাও যে পর্যন্ত না সমস্ত ফিৎনার অবসান ঘটে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। সূরা বাকারা : 193
-শাইখ শহীদ ইবরাহীম রুবাইশ রহ.

40 - ওহে তাগুতের দল! তোমরা কি মনে করো,* তোমার কারাগারের ভয়ে আমরা নিজেদের দ্বীন, আকিদা-বিশ্বাস ও জেহাদ ছেড়ে দেবো। না, কখনোই ছাড়বো না। বরং যদি ওসব পরীক্ষা এসেই যায় তাহলে কারাগারও মারহাবা!! আমরা আমাদের জেহাদ কখনোই ছাড়বো না। বরং আমরা তা-ই বলব যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

. َ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
*
হে আমার পালনকর্তা! তারা আমাকে যে দিকে আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়।-সূরা

ইউসুফ : 33

- শাইখ শহীদ আবূ উমর বাগদাদী রহ.

أسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة و في رواية : كما تحبون شرب الخمر* .

41 - ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। নয়তো জিযিয়া প্রদান করো। (এতেও নিরাপদে থাকতে পারবে) যদি তাও মঞ্জুর না হয় তাহলে (প্রস্তুত হও) আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি যারা মৃত্যুকে তেমনই পছন্দ করে যেমন তোমরা জীবনকে পছন্দ করো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যেমন তোমরা মদ পান করতে পছন্দ করো।

-হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.
যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শত্রু বাহিনীর সেনাপতির নিকট বার্তা।

42 - আইম্মাতুল কুফর- কুফরের সরদারদেরকে হত্যা করা (হোক ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ কিংবা নামধারী মুসলমান) একটি 'বরকতময় সুন্নাহ'*যা ছেড়ে দেয়ার মাশুল আজ পুরো উম্মাহকে দিতে হচ্ছে। আজ যে মুসলিম উম্মার ওপর (ভিতরের-বাইরের) সব ধরনের শত্রু সবদিক দিয়ে চড়াও হচ্ছে, এর অন্যতম কারণ, এই 'বরকতময় সুন্নাহ'টির অনুপস্থিতি।

-মুজাদ্দিদুল জিহাদ শাইখ শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

43 - যখন কোনো 'প্রকৃত মুমিন' আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল কুরবান করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয় তখন দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদা তার পদচুম্বন করে। আর ইসলামের বিজয় মুমিনদের কুরবানির মধ্যেই নিহিত।

-আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহ.

44 - (9/11 'র বরকতময়) হামলার পর যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে বিগত কয়েক বছরেও তা হয়নি। রেডিওতে এক ব্যক্তির কথা শুনেছি (যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল) সে বলছে, এ ঘটনার পর ইসলাম সম্পর্কিত বই পুস্তকের চাহিদা এত বেড়েছে যে, তা পূরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মানুষ জানতে চাচ্ছে, কেন একজন ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয় ? (কী সেই জিনিস, যার মধ্যে এতো আকর্ষণ যে, এর জন্য একজন ব্যক্তি তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়)
এভাবে এ (বরকতময়) হামলা ইসলামের দাওয়াতের এক বিরাট মাধ্যম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।
*
-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

45 - কোনও জাতি কোরবানি দেয়া ছাড়া সত্যিকারের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে না। যারা ভীরু-কাপুরুষ তাদের বর্শা যতই লম্বা হোক, তলোয়ার যতই ধারালো হোক তাদের কপালে সফলতা নেই। যারা তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে সম্মান ও মর্যাদার রাস্তা নির্মাণ করতে জানে তাঁরাই মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকে এবং মর্যাদার সাথে

মৃত্যু বরণ করে।

-শহীদ শাইখ আবূ ইয়াহইয়া আল লীবী রহ.

٤٦ - قال عمر رضي الله عنه : الشتاء غنيمة العابدين .
46 - শীতকাল ইবাদতকারীদের জন্য (ইবাদত করার) চমৎকার মৌসুম।

-হযরত উমর রাযি.

•·······•

٤٧ - قال ابن مسعود رضي الله عنه : مرحباً بالشتاء تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام .

47 - শীতকালকে স্বাগতম । এ সময় (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বরকত নাযিল হয়। রাত হয় লম্বা। তাই তাহাজ্জুদ পড়া সহজ। দিন হয় ছোট। তাই রোজা রাখা সহজ।

-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.

•·······•

٤٨ - قال الحسن البصري رحمه الله : نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه - ولذا بكى المجتهدون على التفريط - إن فرطوا - في ليالي الشتاء بعدم القيام، وفي نهاره بعدم الصيام .

48 - একজন মুমিনের জন্য শীতকাল ইবাদত করার চমৎকার মৌসুম। শীতকালে রাত লম্বা হয়। এতে সে (সহজেই) তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। দিন ছোট হয়। ফলে (সহজেই) রোজা রাখতে পারে। এজন্যই (পূর্ববর্তীদের মধ্যে) যাঁরা ইবাদত-বন্দেগিতে কঠোর পরিশ্রম করতেন তাঁরা যদি (কোনো কারণে) এ সময়ের রাতগুলোতে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারতেন এবং দিনের বেলা রোজা না রাখতে পারতেন তাহলে এর জন্য তাঁরা কাঁদতেন।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

•·······•

٤٩ - من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق .
- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

49 - যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করে তার সামনে অবশ্যই 'হক রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়।

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

•·······•

50 - আমি আমার মুসলিম ভাই-বোনদের খেদমতে আরয করব, অন্তরে ঈমান মজবুত করা এবং সব ধরনের ফিতনা থেকে, (বিশেষ করে) নেফাক থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের জিহবা যেন সব সময় আল্লাহ তা'আলার যিকিরে সিক্ত থাকে। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিন (অর্থ বুঝে) চিন্তা ভাবনার সাথে কমপক্ষে এক পারা কোরআন তেলাওয়াত করবো। এর দ্বারা আমাদের অন্তর আলোকিত হবে এবং বিবেক বুদ্ধি শানিত হবে। (চিন্তা ভাবনার সাথে) কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আমাদের এমন অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হবে যা দ্বারা আমরা ইসলামের শত্রুদেরকে চিনতে পারবো। ওরা কাফের-মুশরিক হোক কিংবা (মুসলিম নামধারী) মুনাফিক হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

হে লোক সকল!* তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে উপদেশবানী এসেছে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়। এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। সূরা ইউনুস : ৫৭

মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

١ - فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ .
قال ابن عباس رضي الله عنهما :*أي بالليل والنهار، في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية.

01 -* যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করো তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত (সর্বাবস্থায়) অবস্থায় আল্লাহর যিকির করো। সূরা নিসা : 103
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হল, রাতে, দিনে, স্থলে, জলে, সফরে, বাড়িতে, স্বচ্ছল অবস্থায়, অসচ্ছল অবস্থায়, অসুস্থ থাকা কালে, সুস্থ থাকা কালে, গোপনে, প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করো।
* •┈┈•

٢ - تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة ، وفي الذِّكر ، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلاَّ فاعلموا أن الطريق مُغلق . الحسن البصري رحمه الله

02 - তিনটি জিনিসে স্বাদ তালাশ করুন।
নামাযে, যিকিরে এবং কোরআন তেলাওয়াতে।
যদি পান তাহলে তো ভালো। যদি না পান তাহলে মনে রাখুন, আপনার জন্য রাস্তা এখনো বন্ধ।
-হযরত হাসান বসরী রহ.
•┈┈•

٣ - قال الضياء المقدسي : أوصاني العماد المقدسي فقال : أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ ، قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي .

- ذيل طبقات الحنابلة : ٢٠٥/٣ -

03 - একবার শাইখ ইমাদুদ্দিন মাকদিসি রহ. আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, (প্রতিদিন) বেশি পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিছুতেই যেন তেলাওয়াত না ছুটে। কারণ, তুমি যা অন্বেষণ করছো তা তোমার জন্য সেই পরিমাণ সহজ হবে যেই পরিমাণ তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবে। (বেশি হলে বেশি। কম হলে কম) এরপর আমি বহুবার পরিক্ষা করে দেখেছি যে, যখনই তেলাওয়াত বেশি করতাম তখন বেশি পরিমাণে হাদিস শোনা ও লেখা আমার জন্য সহজ হতো। আর যখন তেলাওয়াত না করতাম (বা কম করতাম) তখন হাদিস শোনা ও লেখা ওরকম সহজ হতো না।
-শাইখ জিয়াউদ্দিন মাকদিসি রহ.
•┈┈•

٤ - *قال ابن القيم رحمه الله تعالى* : إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع
. والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار
-*الوابل الصيب : ٨١-
*
04 - রাস্তায়, ঘরে, সফরে, মাঠে ময়দানে তথা সর্বত্র আল্লাহর যিকির করার দ্বারা কেয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সাক্ষ্য দানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ, (যেখানে যেখানে যিকির করা হয়েছে ওসব) মাঠ, বাড়িঘর, পাহাড়-পর্বত ও জমি সবই কেয়ামতের দিন যিকিরকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. আল ওয়াবিলুস সাইয়িব : 81
•┈┈•

٥ - الشهرة الحقيقية في السماء، ومِن أعظم أسبابها كثرةُ ذكر الله تعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي
. إن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خير منهم :
- الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله اسره -

05 - 'সত্যিকার প্রসিদ্ধি' (যা আপনার জন্য উপকারী হবে) তা ওটাই যা আসমানে হয়। আর এর অন্যতম উপায় হল, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,*
إن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خير منهم .

বান্দা যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমাকে স্মরণ করে তাহলে তার মজলিস অপেক্ষা উত্তম মজলিসে আমি তাকে স্মরণ করি।
-শাইখ আব্দুল আজীজ আত তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু*

٦ - *مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَجَدَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَجَدَهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ
.
- الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى -

06 - যে ব্যক্তি কবরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করে (এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে) সে কবরকে জান্নাতের বাগিচা রূপে পাবে। আর যে কবরের কথা স্মরণ করা থেকে উদাসীন থাকে (এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে) সে

কবরকে জাহান্নামের একটি গর্ত রূপে পাবে।
- হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.

٧ - * قال ثابت البناني رحمه الله : إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك
فقال: إذا ذكرته ذكرني .

07 - একবার হযরত সাবেত আল বুনানী রহ. (তার সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, আল্লাহ কখন আমাকে স্মরণ করেন তা আমি জানি। উপস্থিত লোকজন তার কথায় অবাক হয়ে যায়। তারা জিজ্ঞেস করে, কীভাবে জানেন? তিনি উত্তর দেন, আমি যখন আল্লাহকে স্মরণ করি তখন তিনি আমাকে স্মরণ করেন।
- হযরত সাবেত আল বুনানী রহ.

08 - যারা বাতিলের সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় তাদের মাথার মূল্য হয় বেশ চড়া। পক্ষান্তরে যারা তাগুতের সামনে সেজদাবনত থাকে তাদের মাথা আবর্জনার সমানও মূল্য রাখে না।
-শহীদ আরশাদ ওয়াহীদ রহ.

90 - তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হল, নিজের সংশোধন। সব রকমের মন্দ স্বভাব বর্জন করা এবং ভালো গুণাবলী অর্জন করা। তাসাউফের পারিভাষিক শব্দের মারপ্যাঁচে কখনও পড়বেন না। অল্প কথায় তাসাউফের মূলকথা হল, খাঁটি মুসলমান হওয়া। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকমের গুনাহ*সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা এবং শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম পালন করা।
-ফকীহুল আসর মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী রহ.

١٠ - إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، فإن الإيمان لا يظهر بصلاة ركعتين أو
بصيام نهار،*بل يظهر بمجاهدة النفس والهوى،
. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ*عَنِ*الْهَوَى*، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ... ...
*الشيخ خالد الراشد فك الله أسره——

10 - আপনি যদি নিজের ঈমানের স্তর জানতে চান তাহলে নির্জনতার সময় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন (প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করে পাপ কাজ থেকে কতটুকু বাঁচতে পারেন)
কারণ, ঈমান দু' রাকাত নামায পড়া কিংবা একদিন রোজা রাখার দ্বারা প্রকাশ পায়না ।* ঈমান প্রকাশ পায় প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করার দ্বারা।
আল্লাহ তাআলা বলেন,
. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ*عَنِ*الْهَوَى*، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।
- শায়েখ খালেদ আর রাশেদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

١١ - إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها في النهار .
-الإمام الحسن البصري رحمه الله
*

11 - (একদিন হযরত হাসান বসরী রহ. তাঁর সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) আপনাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন (সাহাবায়ে কেরাম রাযি.) তাঁরা কোরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ*বার্তা বা চিঠি মনে করতেন। তাঁরা রাতের বেলা গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলা সে মোতাবেক আমল করতেন।
- হযরত হাসান বসরী রহ.
•·······•

12 - শয়তানের কাছে কাউকে গুনাহে লিপ্ত করার চেয়ে বেদআতে লিপ্ত করাটা বেশি পছন্দনীয়। কারণ, গুনাহতে লিপ্ত হলে পরে কখনো তওবা করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বেদআতে লিপ্ত হলে তওবা করার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, সে তো ওই বেদআতটিকে সওয়াবের কাজ মনে করে করছে। (অতএব তাওবা করবে কেন?)
-হযরত সুফিয়ান সাওরী
মাজমূউল ফাতাওয়া : 11/472
•·······•

١٣ - كان قتادة رحمه الله تعالى يقول :*اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم يعني بالقرآن* .

13 - কোরআন দ্বারা তোমরা তোমাদের অন্তর ও*গৃহ দু'টোকেই আবাদ করো।
-হযরত কাতাদাহ রহ.
•·······•

١٤ - قوله تعالى : وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ .
*
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غلٌّ لخيار المؤمنين .
*
14 - হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনও ধরনের বিদ্বেষ রাখবেন না।* নিশ্চয়ই আপনি বড় দয়ালু, পরম করুণাময়। সূরা হাশর : 10

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, অন্তর দূষিত হওয়ার অন্যতম একটি ধরণ হল, অন্তরে নেককার মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ থাকা।

•·······•
١٥ - الذكر يقوي القلب والبدن .
-الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
في الوابل الصيب

15 - আল্লাহ তাআলার যিকির দেহ ও মন দু'টোকেই শক্তিশালী করে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
আল ওয়াবিলুস সাইয়িব

١٦ -* : مَن أَحَبَّ أَنْ يَنْجُو مِنْ غَمَرَاتِ الموتِ وَأَهْوَالِ يومِ القيامَة؛ فليَكُن عَمَلُهُ في السِّرِّ أكثر منه في العَلانِيَة .
-الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى-

16 - যে ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে চায় তার গোপন আমলের পরিমাণ যেন প্রকাশ্য আমলের চেয়ে বেশি হয়।
-ইমাম মালেক বিন আনাস রহ.

١٧ - سُئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : هل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمسجد الأقصى؟ أو بثغر من الثغور لأجل الغزو ؟

فأجاب : المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة ما أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء*، والمرابطة في الثغور فرض على المسلمين، إما على الأعيان، وإما على الكفاية، وأما المجاورة فليست واجبة على المسلمين .
- مجموع الفتاوى : ٢٤/ ٢٧ -

17 - একবার শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.কে জিজ্ঞেস করা হয়, মক্কায় বা মদিনায় কিংবা মসজিদে আকসায় অবস্থান করে এবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম? না, যুদ্ধের ময়দানে সীমান্ত পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য সীমান্তে অবস্থান করা উত্তম? তিনি উত্তর দেন, সীমান্ত পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য সীমান্তে অবস্থান করা করা উক্ত তিন মসজিদে অবস্থান করে এবাদতে মশগুল হওয়া অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম। সকল ওলামায়ে কেরামের স্পষ্ট অভিমত এটাই। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই। কারণ, সীমান্তে অবস্থান করা মুসলমানদের ওপর ফরয। হয় ফরযে আইন, না হয় ফরযে কেফায়া। পক্ষান্তরে উক্ত মসজিদগুলোতে অবস্থান করে এবাদতে মশগুল হওয়া কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের উপর ফরয নয়।
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া : 24/27

١٨ - لَولَا أَنَّهُ سُبحَانَهُ يُدَاوِي عِبَادَهُ بِأدوِيَةِ المِحَنِ والابتِلاءِ لَطَغَوا وبَغَوا وعَتَوا ، واللهُ سُبحَانَهُ إِذَا أَرَادَ بِعَبدٍ خَيرًا* سَقَاهُ دَوَاءً مِنَ الابتِلاءِ والامتِحَانِ عَلَى قَدرِ حَالِهِ ؛ يَستَفرِغُ بِهِ مِنَ الأدوَاءِ المُهلِكَةِ ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ ونَقَّاهُ وصَفَّاهُ ؛ أَهَّلَهُ لِأَشرَفِ مَرَاتِبِ الدُّنيَا وهِيَ* عُبُودِيَّتُهُ ، وأَرفَعِ ثَوَابِ الآخِرَةِ وهُوَ رُؤيَتُهُ وقُربُهُ .

-الإمام ابنُ القَيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى-
[زَادُ المِعَادِ || ٤ / ١٩٥]

18 - আল্লাহ যদি তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিপদ-আপদের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা না করতেন তাহলে নিশ্চিত তারা চরম অবাধ্য ও সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে যেতো। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা যখন কোন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখনই তাকে তার অবস্থানুপাতে*বিভিন্ন পরীক্ষা*ও বিপদ আপদের ঔষধ

সেবন করান। এর মাধ্যমে তিনি* তাকে ধ্বংসাত্মক নানান ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ দান করেন। পরিশেষে যখন তাকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে ফেলেন তখনই তাকে দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা আল্লাহর 'প্রকৃত বান্দা' হওয়ার যোগ্য বানান এবং আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান তথা আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য ও তার দীদার লাভের উপযুক্ত বানান।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
যাদুল মা'আদ : 4/195

19 - বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ ছাড়া দীনের অন্যান্য কাজগুলো হলো হাতির দাঁতের মতো। আকারে বড় ঠিকই। কিন্তু 'শো' ছাড়া ওটা দিয়ে কাজের কাজ (খাওয়া) কিছুই হয় না।
-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

٢٠ - أعظم الناس بركة في ماله أكثرهم صدقة ، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : ما نقصت صدقت من مال .
وفي الحديث القدسي : يابن آدم ! انفق انفق عليك* .

20 - সেই ব্যক্তির সম্পদেই সবচেয়ে বেশি বরকত হয় যে সবচেয়ে বেশি দান-সদকা করে। হাদিসে এসেছে, দান-সদকার কারণে কখনও সম্পদ কমে না। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি খরচ করো তাহলে আমিও তোমার ওপর খরচ করবো।
- শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

كان ابن هبيرة رحمه الله يقول : من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر .
- ذيل طبقات الحنابلة

31 : কোরআনে কারিমের তাদাব্বুর করা থেকে (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা-করলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে।
-হযরত ইবনে হুবায়রা রহ.
যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা
•⋯⋯•

إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك .
- الامام جعفر الصادق رحمه الله

32 : আপনি যখন রোজা রাখেন তখন আপনার কান, চোখ ও জিহবাও যেন রোজা রাখে।
-হযরত জাফর সাদেক রহ.
•⋯⋯•

*قال مالك بن دينار : خرج أهل الدنيا من الدنيا
ولم يذوقوا أطيب شيء فيها .
قيل : وما هو ؟
قال : معرفة الله تعالى .
- سير أعلام النبلاء للذهبي (5 / 363) .

33 : হযরত মালেক বিন দিনার রহবলতেন ., দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, দুনিয়ার সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তুটির স্বাদ তারা আস্বাদন করতে পারনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সেটি কি? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ তাআলার মারেফাত।
-সিয়ারু আলামিন নুবালা :5/363
•┈┈•

*قال الحافظ ابن رجبٍ الحنبلي رحمه الله : الله يُحب أن يسألَه العبادُ جميعَ مصالحِ دينِهم ودنياهم، من
الطعام والشراب والكسوة وغيرِ ذلك، كما يسألونه الهدايةَ والمغفرةَ؛ فإنَّ كل ما يحتاج العبدُ إليه إذا سأله من
الله فقد أظهر حاجتَه وافتقارَه إلى الله؛ وذلك يحبه الله .
[جامع العلوم والحكم: 2/38].

34 : আল্লাহ তাআলা চান, বান্দারা তাঁর কাছে হেদায়েত ও মাগফেরাত যেমন চেয়ে থাকে তেমনি ভাবে তাদের দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় জিনিসও তাঁর কাছে চাক। যেমন, খাবার দাবার, পানীয়, পোশাক আশাক ইত্যাদি। কারণ, বান্দার যা যা প্রয়োজন সে যখন আল্লাহর কাছে তা চায় তখন সে আল্লাহর সামনে নিজের হীনতা ও অভাবের কথা প্রকাশ করে। আর এটি আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন।
-ইবনে রজব হান্বলী রহ.
জামে : উল উলূম ওয়াল হিকাম‘2/38*
•┈┈•

35 : সামান্য কৃচ্ছতা ভাল, এতে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভাল জিনিস নির্বাচনের অনর্থক টেনশন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। পাশাপাশি নিজের চিরস্থায়ী শাহী যিন্দেগীর জন্য কিছু জমা করারও সুযোগ হয়।
-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

٢١ - قال أبو عثمان الحيري رحمه الله تعالى* : الخوف من الله يوصلك إلى الله والكبر والعجب في
نفسك يقطعك عن الله، واحتقار الناس في نفسك مرض لا يداوى .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (10 / 245) .

21 - আল্লাহর ভয় আপনাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। অহংকার ও আত্মম্ভরিতা আপনাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যকে তুচ্ছ মনে করা এমন এক ব্যাধি যার চিকিৎসা দুষ্কর।
-হযরত আবু ওসমান আল হিরী রহ.

হিলয়াতুল আউলিয়া : 10/245
*•⋯⋯•

٢٢ - كان إبراهيم بن بن أدهم* رحمه الله تعالى يقول :
كنت في بطن أمي وحدي ، ☜
وخرجت إلي الدنيا وحدي ، ☜
وأموت وحدي ، ☜
وأدخل قبري وحدي ، ☜
وأسأل وحدي ، ☜
وابعث من قبري وحدي ، ☜
وأحاسب وحدي ، ☜
فإن دخلت الجنة دخلت وحدي ، ☜
وإن دخلت النار دخلت وحدي ! ☜
ففي هذه المواطن لا ينفعني أحد ، فمالي وللناس . ☜

22 - হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. বলতেন, আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম একা। দুনিয়াতে এসেছি একা। মরবো একা। কবরে যাবো একা।কবরে উত্তর দিতে হবে একা। কবর থেকে উঠবো একা। হিসাব দিতে হবে একা। জান্নাতী হলে জান্নাতে যাবো একা। জাহান্নামী হলে জাহান্নামে যাবো একা। এসব জায়গায় কেউ আমার কোনও উপকারে আসেনি। আসবেও না। অতএব মানুষের সাথে এতো সম্পর্ক করে আমার কী লাভ?
*•⋯⋯•

٢٣ - من دلائل رقة قلب المؤمن أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر ، حتى كأنه هو الذي عثر بها، ولا يشمت به .
- الامام ابن القيم رحمه الله
مدارج السالكين : ١/٤٣٦

23 - কারো অন্তর নরম হওয়ার অন্যতম একটি প্রমাণ হল, তার কোনো মুমিন ভাই পদস্খলনের শিকার হলে সে নিজের অন্তরে কষ্ট অনুভব করে। যেন সে নিজেই পদস্খলনের শিকার হয়েছে। সে কখনও তার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয় না।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
মাদারিজুস সালিকীন : 436/1
*•⋯⋯•

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ (١) عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَان ﴾
*لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِتَعْدَادِ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادَه قَدَّمَ النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَجَلُّهَا قَدْرًا ، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا ، وَأَتَمُّهَا فائدة ، وَأَعْظَمَهَا عائدة ، وَهِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ القُرآن :
فَإنهَا مَدَارَ سَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ، وَقُطْب رَحَى الخَيْرَيْنِ ، وَعِمَاد الأَمْرَيْنِ .

- الإمَّام الشّوكَانِي رحمه الله تعالى -

24 - করুনাময় আল্লাহ। তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সূরা আর রহমান :1-3
আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যতো নেয়ামত দিয়েছেন এ সূরায় (সূরা আর রহমানে) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ওসব নেয়ামতের মধ্যে যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী, যার উপকারিতা পূর্নাংগ ও ব্যাপক তা হল, কোরআন শিক্ষা দানের নেয়ামত। এ নেয়ামতের কথা তিনি অন্য সব নেয়ামতের আগে (সূরার একদম শুরুতে এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করার কথা বলারও আগে) উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, এ নেয়ামতটিই হল ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের মূলভিত্তি এবং উভয় জগতের কল্যাণের বুনিয়াদ ও কেন্দ্রবিন্দু।
- ইমাম শাওকানী রহ.
*•┈┈•

25 - একজন মুমিনের জীবন সৈনিকের জীবনের মতো হওয়া চাই। রাজা-বাদশাহদের মতো নয়।* সত্যিকার মুমিনরা দুনিয়ায় অল্প কিছু দিন সৈনিক সুলভ জীবন কাটিয়ে পরকালের চিরস্থায়ী 'শাহী জীবন' লাভ করে। আর এটাই হল সত্যিকারের বুদ্ধিমত্বা।
-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

*26 : হযরত আলী রাযি. বলতেন,
استنزل الرزق بالصدقة .
দান সদকা করার মাধ্যমে (আকাশ থেকে তোমার) রিযিক নামিয়ে নাও।
•┈┈•

27 : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেন-

لايقلدن*أحدكم*دينه*رجلا*إن*آمن*آمن*وإن كفر*كفر، *فإنه*لا*أسوة*في*الشر .

তোমাদের কেউ যেন তার দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো অন্ধ অনুসরণ না করে। ওই ব্যক্তি ঈমান আনলে সেও ঈমান আনে। সে কুফুরি করলে সেও কুফুরি করে। কারণ, মন্দের ব্যাপারে কারো অনুসরণ করা যায় না।
-ইলামুল মুআকিয়ীন : ২/১৭৬
•┈┈•

الزاهد الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح و إن أصابته الدنيا لم يحزن .

28 : সত্যিকার দুনিয়া ত্যাগকারী সে-ই যে দুনিয়া (র ধনদৌলত ও মান মর্যাদা) পেলেও তেমন খুশি হয় না। ছুটে গেলেও তেমন ব্যথিত হয় না।
-ইবনুস সিমাক রহ.
•┈┈•

العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه .

29 : ইখলাস ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ছাড়া আমল করার দৃষ্টান্ত হল এমন, যেমন কোন মুসাফির বালি দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করে বয়ে নিচ্ছে । যা তার কোনোই উপকারে আসবে না।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
আল ফাওয়ায়েদ : 67
•┈┈•
30 : জিহাদের প্রয়োজনে উপার্জনের বাহ্যিক আসবাব ত্যাগ করে দুনিয়াদারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এবং কষ্ট স্বীকার করা, এটাও এক প্রকার হিজরত।
শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

كان ابن هبيرة رحمه الله يقول : من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر .
- ذيل طبقات الحنابلة -

31 : কোরআনে কারিমের তাদাব্বুর (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) করা থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে।
-হযরত ইবনে হুবায়রা রহ.
যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা
•┈┈•

إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك .
- الامام جعفر الصادق رحمه الله -

32 : আপনি যখন রোজা রাখেন তখন আপনার কান, চোখ ও জিহবাও যেন রোজা রাখে।
-হযরত জাফর সাদেক রহ.
•┈┈•

*قال مالك بن دينار : خرج أهل الدنيا من الدنيا
ولم يذوقوا أطيب شيء فيها .
قيل : وما هو ؟
قال : معرفة الله تعالى .
- سير أعلام النبلاء للذهبي (5 / 363) .

33 : হযরত মালেক বিন দিনার রহ. বলতেন, দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, দুনিয়ার সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তুটির স্বাদ তারা আস্বাদন করতে পারনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সেটি কি? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ তাআলার মারেফাত।
-সিয়ারু আলামিন নুবালা : 5/363
•┈┈•

*جميعَ مصالحِ دينِهم ودنياهم، من قال الحافظ ابن رجبٍ الحنبلي رحمه الله : الله يُحب أن يسألَه العبادُ
يسألونه الهدايةَ والمغفرةَ؛ فإنَّ كل ما يحتاج العبدُ إليه إذا سأله من الطعام والشراب والكسوة وغيرِ ذلك، كما
. الله فقد أظهر حاجتَه وافتقارَه إلى الله؛ وذلك يحبه الله
*[2/38 :جامع العلوم والحكم].

34 : আল্লাহ তাআলা চান, বান্দারা তাঁর কাছে হেদায়েত ও মাগফেরাত যেমন চেয়ে থাকে তেমনি ভাবে তাদের দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় জিনিসও তাঁর কাছে চাক। যেমন, খাবার দাবার, পানীয়, পোশাক আশাক ইত্যাদি। কারণ, বান্দার যা যা প্রয়োজন সে যখন আল্লাহর কাছে তা চায় তখন সে আল্লাহর সামনে নিজের হীনতা ও অভাবের কথা প্রকাশ করে। আর এটি আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন।
-ইবনে রজব হান্বলী রহ.
জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম : 2/38*
•·······•

35 : সামান্য কৃচ্ছতা ভাল, এতে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভাল জিনিস নির্বাচনের অনর্থক টেনশন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। পাশাপাশি নিজের চিরস্থায়ী শাহী যিন্দেগীর জন্য কিছু জমা করারও সুযোগ হয়।
-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

اهتماماً منكم بالعمل،*ألم تسمعوا كان علي رضي الله تعالى عنه يقول* : كونوا لقبول العمل أشد - ٣٦
*اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ . المائدة : ٢٧ قول الحق عز وجل : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
36 : তোমরা আমলের চেয়ে আমল কবুল হওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেবে। আল্লাহ তা'আলার এই কথা কি তোমরা শোনোনি যে, তিনি বলেছেন,
. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِين
*আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র মুত্তাকীদের কাছ থেকেই কবুল করেন। সূরা মায়েদা : 27
- হযরত আলী বিন আবি তালেব রাযি.
*•·······•
يجتهدون في العمل الصالح، فإذا قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله :*أدركتهم (السلف الصالح) - ٣٧
*؟ فعلوا وقع عليهم الهمّ ! أيقبل منهم أم لا

37 : আমি সালাফদেরকে দেখেছি, তাঁরা নেক আমল করার প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। তবে কোনো নেক আমল সম্পন্ন করে এই ভেবে চিন্তিত থাকতেন যে, আমলটি কবুল হবে তো?
-হযরত আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ রহ.*
*•·······•

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ليس في الأرض شيء أشد من ترك شهوة . حلية الأولياء - ٣٨

38 : প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জন করার চেয়ে কঠিন কোন জিনিস পৃথিবীতে নেই।
হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ. হিলয়াতুল আউলিয়া

لو سمعت صرير أقلام الملائكة وهي تكتب اسمك من الذاكرين لمت شوقا لقول لا إله إلا الله - ٣٩ .
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

39 : ফেরেশতারা যখন আপনার নাম আল্লাহর যিকিরকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন তখন আপনি যদি তাঁদের কলমের আওয়াজ শুনতে পেতেন তাহলে আল্লাহর যিকিরের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে মারাই যেতেন।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
*•┈┈•

الابتلاء باب لا بد أن يدخله كل صادق - ٤٠ .
لا أعلم أحداً في التاريخ نفع الله به الأمة بالحق إلا وقد نزل به ابتلاء قل أو كثُر .
*الشيخ عبدالعزيز الطريفي فك الله أسره-
*
40 : দ্বীনের পথে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া, এটি এমন একটি দরজা যা দিয়ে সত্যনিষ্ঠ প্রতিটি ব্যক্তিকেই প্রবেশ করতে হবে।
কারো মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মতকে হক চিনার ক্ষেত্রে উপকৃত করেছেন আর তার ওপর কম বেশি কোনও ধরনের পরীক্ষা আসেনি, ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন বলে আমার জানা নেই।
-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

قال الإمام الشافعي رحمه الله : أعز الأشياء ثلاثة : الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق - ٤١ عند من يرجى ويخاف .

41 : তিনটি কাজ খুবই কঠিন। (তবে আল্লাহর কাছে তার মূল্যও অনেক বেশি)
এক. সম্পদ অল্প হলেও তা থেকে দান করা।
দুই. নির্জনস্থানে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
তিন. এমন ব্যক্তির সামনে হক কথা বলা যার থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকে কিংবা তার শাস্তির ভয় থাকে।
-ইমাম শাফেয়ী রহ.
*•┈┈•

قال ابن رجب* الحنبلي رحمه الله :أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل : تلاوة القرآن ، - ٤٢ خصوصا مع التدبر* .
[مجموع الرسائل ٤/٨٧]

42 : নফল আমলের মধ্যে যে আমল দ্বারা আল্লাহর*মহব্বত সবচে' বেশি লাভ হয় তা হল, কুরআন তেলাওয়াত।
বিশেষ করে যখন তা*হয় গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে।
- ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ., মাজমুউর রাসায়েল : 4/87
*•┈┈•

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : الخوفُ مِنَ الله مِنْ أعظم أسباب المغفرة . منهاج السنة : - ٤٣
٤٨٤/٥*
*
43 : 'আল্লাহর ভয়' মাগফেরাত লাভের অন্যতম উপায়।
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.
মিনহাজুস সুন্নাহ : 5/484
*•┈┈•

: إن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء على ثلاث مراتب - ٤٤
وخاتمته . وإنها للدعاء أكمل المراتب : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء ووسطه
. كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء
. والمرتبة الثانية : في أوله وآخره
. والمرتبة الثالثة : في أوله
الإمام ابن القيم رحم الله في كتابه جلاء الأفهام :٥٣١-٥٣٥-

44 : দোয়ার সাথে দুরূদ পড়ার তিনটি স্তর। সর্বোত্তম স্তর হল, দোয়ার শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে দুরূদ পড়া।
দ্বিতীয় স্তর হল, দোয়ার শুরুতে এবং শেষে দুরূদ পড়া।
তৃতীয় স্তর হল, শুধু দোয়ার শুরুতে দুরূদ পড়া।
দোয়ার জন্য দুরূদ হল, পাখির জন্য ডানার মতো।*দুরূদ শরীফের মাধ্যমেই*আমাদের দোয়া আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।
-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. জালাউল আফহাম : 531-535
*•┈┈•
وجازه، وبمقدار سلوكِه مَن سلَك الصراط المستقيم في الدنيا وجازَه، وردَ الصراط على متن جهنم - ٤٥
. وسرعةُ نفوذِه على صراط الآخرة وثباته واتباعه لصراط الله في الدنيا، يكون ورودُه،
الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ورعاه؛
الخراسانية : ٣٧١

45 : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর অবিচল থাকবে সে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপরও অবিচল থাকতে পারবে।
দুনিয়াতে যে যে পরিমাণ অবিচল থাকবে আখেরাতে সে ঠিক সেই পরিমাণই অবিচল থাকতে পারবে এবং তার পার হওয়ার গতিও সেই পরিমাণই দ্রুত হবে।
-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.